১ মে ২০১৪

মানবাধিকার প্রতিবেদন

১-৩০ এপ্রিল ২০১৪

রাজনৈতিক সহিংসতা

উপজেলা নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতা

সভা-সমাবেশে বাধা

বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড

আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর বিরুদ্ধে গুম করার অভিযোগ

সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা

কারাগারে আটক আমার দেশএর ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মাহমুদুর রহমানকে চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত করার অভিযোগ

মত প্রকাশের স্বাধীনতা

গণপিটুনীতে মানুষ হত্যা অব্যাহত

ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের মানবাধিকার

নিবর্তনমূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯ ও ২০১৩)

সীমান্তে বিএসএফ কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘন

পানির ন্যায্য প্রাপ্যতা থেকে বাংলাদেশ বঞ্চিত

তৈরি পোশাক শিল্প কারখানার শ্রমিকদের অবস্থা

নারীর প্রতি সহিংসতা

অধিকার মনে করে 'গণতন্ত্র' মানে নিছক নির্বাচন নয়, রাষ্ট্র গঠনের-প্রক্রিয়া ও ভিত্তি নির্মাণের গোড়া থেকেই জনগণের ইচ্ছা ও অভিপ্রায় নিশ্চিত করা জরুরি। সেটা নিশ্চিত না করে যাত্রা শুরু করলে তার কুফল জনগণকে বয়ে বেড়াতে হয়। রাষ্ট্র পরিচালনার সমস্ত ক্ষেত্রে জনগণ নিজেদের 'নাগরিক' হিসেবে ভাবতে ও অংশগ্রহণ করতে না শিখলে 'গণতন্ত্র' গড়ে ওঠে না। নাগরিক হিসেবে নিজেদের ইচ্ছা ও অভিপ্রায় এবং মানবিক চাহিদা নিশ্চিত করার ব্যবস্থা হিসেবে রাষ্ট্র গড়ে না উঠলে তাকে 'গণতন্ত্র' বলা যায় না। নিজের অধিকারের উপলব্ধির মধ্যে দিয়েই অপরের অধিকার এবং নিজেদের সমষ্টিগত স্বার্থ ও দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হওয়া ও তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব। নাগরিক

মাত্রই জানে ব্যক্তির মর্যাদা অলঙ্ঘনীয়। প্রাণ, পরিবেশ ও জীবিকার যে-নিশ্চয়তা বিধান করা ছাড়া রাষ্ট্র নিজের ন্যায্যতা লাভ করতে পারে না, সেইসব নাগরিক ও মানবিক অধিকার সংসদের কোন আইন, বিচার বিভাগীয় রায় বা নির্বাহী আদেশে রহিত করা যায় না এবং তাদের অলঙ্ঘনীয়তাই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের ভিত্তি। বাংলাদেশের মানবাধিকার কর্মীদের গণভিত্তিক সংগঠন *অধিকার* সেই সব মানবিক ও নাগরিক অধিকার এবং দায়িত্ব বাস্তায়নের জন্য নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের এই মানদণ্ড ঐতিহাসিক লড়াই-সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে মানবেতিহাস অর্জন করেছে এবং এইসব নাগরিক ও মানবিক অধিকারের সার্বজনীনতা নানান আন্তর্জাতিক ঘোষণা, সনদ ও চুক্তির মধ্যে দিয়ে আজ বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

অধিকার বাংলাদেশের মানবাধিকার আন্দোলনকে নিছকই রাষ্ট্রের হাতে মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার 'ব্যক্তি' কে রক্ষার ব্যাপার মাত্র বলে মনে করে না; বরং ব্যক্তির নাগরিক ও মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লড়াইকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের আন্দোলন ও সংগ্রামের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য বলে মনে করে। এই লক্ষ্য নিয়েই *অধিকার* বাংলাদেশের জনগণের নাগরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার রক্ষায় মানবাধিকার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে। *অধিকার* রাষ্ট্রীয় হয়রানীর মধ্যে থেকেও ২০১৪ সালের এপ্রিল মাসের মানবাধিকার প্রতিবেদনটি প্রকাশ করলো।

রাজনৈতিক সহিংসতা অব্যাহত

১. *অধিকার* এর প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী এপ্রিল মাসে রাজনৈতিক সহিংসতায় ২৫ জন নিহত এবং ৫৯২ জন আহত হয়েছেন। এপ্রিল মাসে আওয়ামী লীগের ৪০ টি অভ্যন্তরীণ সংঘাতের ঘটনা রেকর্ড করা হয়েছে। এই সময়ে আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ সংঘাতে ৮ জন নিহত ও ৩৯৬ জন আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে।

২. বিতর্কিত নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে আওয়ামী লীগ পুনরায় ক্ষমতায় আসীন হওয়ার পর আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগ ও যুবলীগের মধ্যে অন্তর্কলহ, চাঁদাবাজি, টেন্ডারদখল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হামলা ও অবৈধভাবে আবাসিক হল দখলের মতো ঘটনাগুলো ঘটেই চলেছে। এছাড়া আওয়ামী লীগ ও বিএনপির মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনাও ঘটছে।

৩. গত ২ এপ্রিল পাবনা সদর উপজেলার ভাঁড়ারা ইউনিয়নের চর বররামপুর এলাকায় জলাশয়ে মাছ ধরাকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগ সমর্থিত আবু সাইদ ও গোলাম মোস্তফা কফিলের গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষে আমজাদ হোসেন মন্ডল (৫৫) নামে এক ব্যক্তি নিহত এবং ১০ জন গুরুতর আহত হন।[১]

৪. গত ৯ এপ্রিল সিরাজগঞ্জ জেলার বেলকুচি উপজেলার চর ধুলগাগড়াখালী গ্রামে আওয়ামী লীগ ও জামায়াত সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষে আলমগীর হোসেন (৩০) নামে একজন জামায়াত কর্মী নিহত ও ১০ জন আহত হন।[২]

৫. গত ১০ এপ্রিল হবিগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজ কেন্দ্রে এইচএসসি পরীক্ষার ইংরেজী দ্বিতীয়পত্র পরীক্ষার সময় ৩ পরীক্ষার্থীকে নকলের অভিযোগে বহিষ্কার করায় সরকারি বৃন্দাবন কলেজ শাখার আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের আহ্বায়ক বাদল ও ছাত্রলীগ নেতা রাসেলের নেতৃর্ত্বে একদল দুবৃর্ত্ত কলেজের একাডেমিক ভবন ও সেখানে অবস্থানকারী প্রাইভেট কার ভাংচুর করে এবং শিক্ষকদের অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করে।[৩]

৬. গত ১৩ এপ্রিল হবিগঞ্জ জেলার মাধবপুর উপজেলায় ধর্মঘর দিঘির ইজারা দেয়াকে কেন্দ্র করে ধর্মঘর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ফরিদ মিয়ার সমর্থকদের সঙ্গে ধর্মঘর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক মেজবাউল রব পলাশের সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এই সংঘর্ষে সাতজন

[১] অধিকারএর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পাবনার মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন
[২] অধিকারএর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সিরাজগঞ্জের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন
[৩] মানবজমিন ১১ এপ্রিল ২০১৪

গুলিবিদ্ধসহ ৩০ জন আহত হন। গুলিবিদ্ধ কলেজ ছাত্র সোহেল মিয়া (১৭) ও কালা মিয়া (৫৫) পরে হাসপাতালে মারা যান।[৪]

৭. গত ২১ এপ্রিল রাতে এলাকা নিয়ন্ত্রণ ও আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলার চন্দ্রগঞ্জ ইউনিয়নের আমানী লক্ষ্মীপুর, দেওপাড়া ও লতিফপুর গ্রামে বিএনপি ও আওয়ামী লীগ সমর্থিত দুই গ্রুপের গোলাগুলি ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় দুই স্কুল ছাত্র নিহত হন। দুবৃর্ত্তদের লাগিয়ে দেয়া আগুনে আওয়ামীলীগ ও বিএনপি সমর্থকদের ৬টি বাড়ি ও ৬টি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান আগুনে পুড়ে যায়। আতঙ্কগ্রস্ত নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ক্ষতিগ্রস্তরা জানান, এই এলাকাতে দীর্ঘদিন ধরে বিএনপি সমর্থিত জিসান বাহিনী আধিপত্য বিস্তার করে আসছিলো। তবে এই সময়ে আরেক দুর্বৃত্ত নাছির ডাকাত ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের সমর্থন নিয়ে এলাকা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে। গত ২১ এপ্রিল রাতে কর্তৃত্ব নিয়ে এই দুই গ্রুপের মধ্যে বন্দুকযুদ্ধ শুরু হয়। এক পর্যায়ে নাছির গ্রুপ পিছু হটে গেলে জিসান বাহিনীর দুর্বৃত্তরা স্থানীয় দেওপাড়া গ্রামের মতিলাল মজুমদারের বাড়িতে ঢুকে তাঁদের বসতঘর এবং পাশ্ববর্তী ৬টি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে আগুন লাগিয়ে দেয়। এর আগে অস্ত্রধারী দুবৃর্ত্তরা তাঁদের স্বর্ণালংকার ও নগদ টাকা লুটে নেয়। আগুনে গৃহপালিত পশু ও বাড়িঘর পুড়ে যায়। হামলাকারী দুবৃর্ত্তরা গৃহকর্তা মতিলাল মজুমদারকে ৬ লাখ টাকা মুক্তিপনের দাবিতে অপহরণ করে। পরে টাকা দেয়ার প্রতিশ্রুতিতে তাঁকে ছেড়ে দেয়া হয়। এরপর একই এলাকার আমানী লক্ষ্মীপুর গ্রামে ঢুকে ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি নোমান ও সদস্য মামুনের বাড়িতে একইভাবে আগুন দেয় হয় এবং লুটপাট করা হয়। এই ঘটনার প্রতিশোধ নিতে ২১ এপ্রিল দিবাগত রাতে আওয়ামী লীগ সমর্থিত নাছির বাহিনীর সদস্যরা একই এলাকার দেওপাড়া গ্রামে ঢুকে স্থানীয় বিএনপি নেতা তোফায়েল আহমদ ও লতিফপুর গ্রামের আলী করিম মেম্বারের বাড়িতে অগ্নিসংযোগ ও মালামাল লুট করে। এই সময় আগুনে পুড়ে তোফায়েল আহমদের নাতি ১০ম শ্রেণীর ছাত্র ফরহাদ হোসেন মারা যান। এ খবরে জিসান বাহিনী এগিয়ে আসলে নাছির ও জিসান বাহিনীর মধ্যে গোলাগুলি শুরু হয়। এক পর্যায়ে জিসান বাহিনীর সদস্যরা স্থানীয় ছাত্রলীগ নেতা কাজী বাবলুর বাড়িতে হামলা চালিয়ে আগুন লাগিয়ে দেয়। এই সময় বাবলুর ভাগিনা ৮ম শ্রেণির ছাত্র রবিউল হাসান শিমুল পালিয়ে যাবার সময় গুলিবিদ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলে মারা যান।[৫]

উপজেলা নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতা

৮. ২০১৪ সালে উপজেলা নির্বাচন পাঁচটি ধাপে অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম ধাপে ১৯ ফেব্রুয়ারি, দ্বিতীয় ধাপে ২৭ ফেব্রুয়ারি, তৃতীয় ধাপে ১৫ মার্চ, চতুর্থ ধাপে ২৩ মার্চ এবং পঞ্চম ধাপে ৩১ মার্চ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।[৬] এই নির্বাচনের দ্বিতীয় ধাপ থেকে পঞ্চম ধাপ (শেষ ধাপ) পর্যন্ত ব্যাপক সংঘাত, সংঘর্ষের ঘটনা এবং ব্যালট পেপার ছিনতাই, জাল ভোট দেয়া ও ভোট কেন্দ্র দখলের মত ঘটনা ঘটে। পঞ্চম ও শেষ ধাপে ৩১ মার্চ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার পর নির্বাচন পরবর্তী সময়ে দেশের বিভিন্ন জায়গায় সহিংসতার ঘটনা ঘটে।

৯. গত ১ এপ্রিল কুষ্টিয়ার দৌলতপুর, মৌলভীবাজারের রাজনগর, সুনামগঞ্জের বিশ্বম্ভরপুর, কক্সবাজারের টেকনাফ, লক্ষীপুর ও কিশোরগঞ্জের পাকুন্দিয়ায় নির্বাচন পরবর্তী সংঘর্ষ, ভাংচুর ও হামলার ঘটনা ঘটেছে।

১০. গত ১ এপ্রিল রাতে লক্ষীপুরের রায়পুর উপজেলার চরআবাবিল ইউনিয়নের উদমারা গ্রামে ১৫-২০ জন মুখোশপড়া দুর্বৃত্ত মোছলে উদ্দিন, আব্দুল কাদের ও আফাজউদ্দিনসহ কয়েকজন বিএনপি-জামায়াত সমর্থকের বাড়িঘরে হামলা চালিয়ে ব্যাপক ভাংচুর ও লুটপাট করে। এই সময় দুর্বৃত্তরা ওইসব বাড়ির সদস্যদের মারধরসহ নগদ টাকা ও স্বর্ণালংকার লুট করে নেয়। এই ঘটনায় রুমা বেগম, আলেয়া বেগম, মফিজউদ্দিন ও

[৪] অধিকারএর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সিলেটের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন
[৫] অধিকারএর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট লক্ষীপুরের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন
[৬] নির্বাচন কমিশন, http://www.ecs.gov.bd/Bangla/

ফারুকসহ ১০ জন আহত হন। উল্লেখ্য, গত ৩১ মার্চ নির্বাচনের দিন থেকে ঐ এলাকার বিএনপি-জামায়াতের নেতাকর্মীরা বাড়িঘর ছেড়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিলেন।[৭]

১১. গত ১ এপ্রিল সুনামগঞ্জের বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার চিনাকান্দি বাজারের পাশ্ববর্তী এলাকায় নবনির্বাচিত বিএনপি সমর্থিত উপজেলা চেয়ারম্যান হারুন অর রশীদ ও পরাজিত আওয়ামী লীগ সমর্থিত চেয়ারম্যান প্রার্থী রফিকুল ইসলাম তালুকদারের সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এই ঘটনায় ৬ জন আহত হন।[৮]

১২. টাঙ্গাইল জেলার ভূয়াপুর উপজেলায় গত ৩১ মার্চ নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর ক্ষমতাসীন দলের সমর্থকরা ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ ও লুটপাটের ঘটনা ঘটায়। ক্ষমতাসীন দলের সমর্থকদের ভয়ে এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায় বিএনপির নেতা-কর্মীরা। উপজেলার নগদা শিমলা, হেমনগর ও ঝাওয়াইল ইউনিয়নের অধিকাংশ গ্রাম বিএনপি নেতাকর্মীশূন্য হয়ে পড়ে। নির্বাচনের পর রাতে ৫-৭ জন দুবৃর্ত্ত অস্ত্র নিয়ে হেমনগর ইউনিয়নের হেমনগর গ্রামে ঢুকে হুমায়ন কবির লিটন, নূরনবী ও লোকমানের বাড়িতে হামলা চালিয়ে ব্যাপক ভাংচুর করে।[৯]

গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের গুরুত্ব

১৩. গত ৫ জানুয়ারি ১০ম জাতীয় সংসদের বিতর্কিত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচন ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের অধীনে অনুষ্ঠিত হওয়ায় প্রধান বিরোধীদল বিএনপিসহ তাদের নেতৃত্বাধীন ১৮ দলীয় জোটসহ নির্বাচন কমিশনের নিবন্ধনভুক্ত বেশিরভাগ দলই অংশগ্রহণ করেনি। এই নির্বাচনে বিরোধী জোট নির্বাচন প্রতিহত করার ডাক দেয়। এতে করে নজিরবিহীনভাবে সর্বমোট ৩'শ আসনের মধ্যে ১৫৩টি আসনেই সরকারি দল আওয়ামী লীগ ও তাদের জোটের সমর্থকরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বীতায় নির্বাচিত হয়। মোট ৯ কোটি ১৯ লাখ ৪৮ হাজার ৮৬১ জন ভোটারের মধ্যে ৪ কোটি ৮০ লাখ ২৭ হাজার ৩৯ জন ভোটার কোনরকম ভোটাধিকার প্রয়োগেরই সুযোগ পাননি। বাকি ভোটারের মধ্যে মাত্র ১২ থেকে ১৫ শতাংশ ভোটার ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন বলে তথ্য প্রকাশ করে বিভিন্ন পত্রিকা ও নির্বাচন পর্যবেক্ষণকারী সংস্থা।[১০] এই নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ পুনরায় ক্ষমতায় আসে এবং তার অতীতের জোট সঙ্গী জাতীয় পার্টি বিরোধী দলের আসনে বসলেও আবার সরকারের মন্ত্রীত্বও গ্রহণ করে। ফলে জাতীয় সংসদে কার্যকরী কোন বিরোধী দল না থাকায় গণতন্ত্রের জন্য উদ্বেগজনক এক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। এই নির্বাচনের পর ২০১৪ সালে উপজেলা পরিষদ নির্বাচন পাঁচটি ধাপে অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে নির্বাচন কমিশনের নিষ্ক্রিয়তা এবং ক্ষমতাসীনদলের দখলদারিত্বের কারণে নির্বাচনের দ্বিতীয় ধাপ থেকে পঞ্চম ধাপ (শেষ ধাপ) পর্যন্ত ব্যাপক সংঘাত, সংঘর্ষের ঘটনা এবং ব্যালট পেপার ছিনতাই, জাল ভোট দেয়া ও ভোট কেন্দ্র দখলের মত ঘটনা ঘটে।

১৪. *অধিকার* দেশের নির্বাচন ব্যবস্থার এই সংকট ও এতে করে সৃষ্ট ব্যাপক আস্থাহীনতায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে। *অধিকার* মনে করে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সবদলের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরী, যা রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। *অধিকার* আরো মনে করে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ দেশের তরুণ সমাজকে ভুল পথে পরিচালিত হবার পথ করে দিয়ে তাদের ফায়দা হাসিল করছে এবং তরুণদের তাদের দেশ ও সমাজের জন্য সময়োপযোগী ভূমিকা রাখার পথকে রুদ্ধ করে দিচ্ছে। অবিলম্বে এই ভ্রষ্ট রাজনীতি বন্ধ হওয়া প্রয়োজন। বাস্তবতা হলো যে দল ক্ষমতায় থাকে সেই দলের নেতা

[৭] অধিকারএর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট লক্ষীপুরের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন
[৮] অধিকারএর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সুনামগঞ্জের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন
[৯] মানবজমিন ২ এপ্রিল ২০১৪
[১০] নিউ এজ ৭/১/২০১৪, দি ডেইলি স্টার ৯/১/২০১৪

কর্মীরাই চরমভাবে দুর্বৃত্তায়নের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়ে। *অধিকার* দলীয় কর্মীদের দুর্বৃত্তায়ন বন্ধের লক্ষ্যে সরকারকে তার দলীয় দুর্বৃত্ত নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়ার জন্য জোর দাবি জানাচ্ছে।

সভা-সমাবেশে বাধা

১৫. সরকার ও ক্ষমতাসীন দল বিরোধী রাজনৈতিক দলের ও মতের অনেক সভা-সমাবেশে বাধা দিচ্ছে এবং হামলা চালাচ্ছে। সভা-সমাবেশে বাধা এবং হামলা করার অর্থই হচ্ছে গণতন্ত্রের পথ রুদ্ধ করা। শান্তিপূর্ণভাবে সভা-সমাবেশ ও মিছিল-র‍্যালি করা প্রত্যেকের গণতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক অধিকার, যা সংবিধানের ৩৭ অনুচ্ছেদে বর্ণিত আছে।

১৬. *অধিকার* বাধা দেয়া ও হামলা করার এই ঘটনাগুলোর ব্যাপারে তীব্র নিন্দা জানাচ্ছে। *অধিকার* মনে করে এই ধরণের বাধা-হামলা গণতান্ত্রিক অধিকারের ওপর হস্তক্ষেপ, যা রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে আরো জটিল করে তুলছে।

বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড

১৭. *অধিকার* এর *প্রাপ্ত* তথ্য মতে এপ্রিল মাসে ১৮ জন বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন বলে জানা গেছে।

মৃত্যুর ধরণ

ক্রসফায়ার/এনকাউন্টার/বন্দুকযুদ্ধঃ

১৮. বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের ফলে নিহত ১৮ জনের মধ্যে ১৪ জন তথাকথিত 'ক্রসফায়ার/এনকাউন্টার/বন্দুকযুদ্ধে' নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এঁদের মধ্যে র‍্যাবের হাতে ৫ জন, পুলিশের হাতে ৪ জন, কোস্টগার্ডের হাতে ৩ জন, এবং র‍্যাব-বিজিবি'র হাতে ২ জন নিহত হয়েছেন বলে জানা গেছে।

গুলিতে হত্যাঃ

১৯. বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের ফলে নিহত ১৮ জনের মধ্যে ৪ জন পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

নিহতদের পরিচয় ঃ

২০. নিহত ১৮ জনের মধ্যে ১ জন এলাঙ্গি ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য ও জামায়াত নেতা, ১ জন সাতক্ষীরা জেলা ইসলামী ছাত্র শিবিরের সাধারণ সম্পাদক, ১ জন জামায়াতে ইসলামীর কর্মী, ১ জন নিউ বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য, ১ জন পোশাক শ্রমিক, ১ জন ইসলামিয়া সরকারী কলেজের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী এবং ১২ জন কথিত অপরাধী বলে জানা গেছে।

২১. গত ২১ এপিল ঝিনাইদহ সদর উপজেলার মামুনশিয়া গ্রামের বকুলতলা এলাকায় কোটচাঁদপুরের এলাঙ্গি ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য জামায়াতে ইসলামীর নেতা আবুল কালাম আজাদ এর গুলিবিদ্ধ লাশ উদ্ধার হয়। আবুল কালাম আজাদ এর স্ত্রী হাসিনা বেগম অভিযোগ করেন, কোটচাঁদপুর থানার এসআই মিজানের নেতৃত্বে পুলিশ গত ১৮ এপ্রিল বেলা ১১টায় তাঁর স্বামী আবুল কালাম আজাদকে বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়। আবুল কালাম আজাদকে প্রথমে উপজেলার গুরপাড়া পুলিশ ক্যাম্পে নিয়ে নির্যাতন করা হয়। তাঁর চিৎকারে ক্যাম্পের আশে পাশে লোকজন জড়ো হলে পুলিশ উপস্থিত জনতাকে লাঠিচার্জ করে ছত্রভঙ্গ করে সরিয়ে দিয়ে

একটি সাদা মাইক্রোবাসে (ঢাকা মেট্রো-গ-১১-২২৩১) তুলে অন্য জায়গায় নিয়ে যায়। এরপর থেকে তিনি তাঁর স্বামীর আর কোন সন্ধান পান নাই। হাসিনা বেগম আরো বলেন, তাঁর স্বামীকে 'ক্রস ফায়ারে' না দিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে পুলিশের দায়ের করা মামলায় আদালতে চালান দেয়ার শর্তে এসআই মিজান তাঁদের পরিবারের এক নিকট আত্মীয়ের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার এক পর্যায়ে চার লক্ষ টাকা দাবি করেন। শুক্র ও শনিবার ব্যাংক বন্ধ থাকায় তাঁদের পরিবারের পক্ষে পুলিশের দাবিকৃত সম্পূর্ণ টাকা জোগাড় করা সম্ভব হয় নাই। গত ২০ এপ্রিল যথাসময়ে পুলিশকে টাকা দিতে না পারায় তাঁর স্বামীকে আদালতে চালান না করে হত্যা করা হয়।[১১]

২২. *অধিকার* বিচারবহির্ভূত হত্যাকান্ডের ঘটনাগুলোতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে। *অধিকার* লক্ষ্য করছে যে, র‍্যাব এবং পুলিশের একদল সদস্য বিভিন্ন ধরণের দুর্বৃত্তায়নের সঙ্গে জড়িত হয়ে অথবা নির্দেশিত হয়ে এই ধরণের হত্যাকাণ্ডগুলো ঘটাচ্ছে, যা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। *অধিকার* মনে করে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড অব্যাহত থাকায় দেশের আইন ও বিচার ব্যবস্থা প্রতিনিয়তই হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে এবং সরকার মানবাধিকার সমুন্নত রাখা এবং বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড বন্ধের প্রশ্নে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডল এবং মানবাধিকার কর্মীদের কাছে দেয়া অঙ্গীকার ভঙ্গ করে সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থান নিয়েছে। *অধিকার* অবিলম্বে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড বন্ধ এবং এর সঙ্গে জড়িতদের বিচারের সম্মুখীন করার জন্য সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছে।

আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর বিরুদ্ধে গুম করার অভিযোগ

২৩. আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য পরিচয় দিয়ে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর অনেকেরই কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। ভিকটিমদের পরিবারগুলোর দাবি, আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরাই তাঁদের ধরে নিয়ে গেছে এবং এরপর থেকে তাঁরা গুম হয়েছেন অথবা তাঁদের লাশ পাওয়া গেছে। যদিও অভিযুক্ত আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর কর্মকর্তারা এই অভিযোগগুলো অস্বীকার করছেন। কিছু কিছু ক্ষেত্রে আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী প্রথমে ধরে নিয়ে যাওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করলেও পরবর্তীতে আটক ব্যক্তিটিকে জনসম্মুখে হাজির করছে অথবা দূরবর্তী কোন থানায় নিয়ে হস্তান্তর করছে।

২৪. *অধিকার* এর *প্রাপ্ত* তথ্য মতে এপ্রিল মাসে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে ১০ জন গুম হওয়ার অভিযোগ রয়েছে। এঁদের মধ্যে গুম হওয়ার পরে ৩ জনের লাশ পাওয়া গিয়েছে এবং ৭ জনকে একটি মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে।

২৫. গত ২৬ এপ্রিল লক্ষীপুর জেলার বসুরহাট এলাকা থেকে জেলা যুবদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সামছুল ইসলাম সোলায়মানের লাশ উদ্ধার করা হয়। সোলায়মানের স্ত্রী সালমা ইসলাম *অধিকারকে* জানান, গত ২৪ এপ্রিল রাত আনুমানিক ১১ টায় তাঁর স্বামী তাঁকে ও তাঁদের সন্তানকে ডাক্তার দেখানোর জন্য ঢাকার উত্তরার ৬নং সেক্টরের জয়নাল মার্কেটে নিয়ে যান। ডাক্তার দেখিয়ে ফেরার পথে রাত আনুমানিক সোয়া ১১ টায় ওই এলাকার রেলক্রসিং পার হওয়ার সময় লোডশেডিং এ বাতি চলে যায়। সঙ্গে সঙ্গে একটি মাইক্রোবাস তাঁদের বহনকারী রিকশার সামনে এসে থামে। এই সময় মাইক্রোবাস থেকে ৩/৪ জন লোক নেমে এসে তাঁর স্বামীর নাম ধরে পরিচয় জানতে চায়। সোলায়মান বিএনপির রাজনীতির সঙ্গে জড়িত থাকা এবং তাঁর নামে মামলা থাকায় তাঁরা দুজনেই পরিচয় গোপন করার চেষ্টা করেন। কিন্তু তারা কোন কথা না শুনেই তাঁর স্বামীকে রিকশা থেকে নামিয়ে চড় থাপ্পড় মারতে থাকে। তখন সোলায়মানের কোলে থাকা তাঁদের বাচ্চা মাটিতে পড়ে যায়। এই সময় স্থানীয়রা এগিয়ে এলে সাদাপোশাকের দুর্বৃত্তরা অস্ত্র বের করে নিজেদের আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য বলে পরিচয় দেয়। অস্ত্রের ভয়ে স্থানীয়দের সঙ্গে তিনিও পিছিয়ে যান। এরপরই সোলায়মানকে ধরে তারা মাইক্রোবাসে তুলে নিয়ে চলে যায়। এরপর তিনি সেখানে উপস্থিত এক অপরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে থানায় যান। ওই

[১১] মানবজমিন ২২ এপ্রিল ২০১৪

ব্যক্তি তাঁর মোবাইলে সোলায়মানকে তুলে নেবার ঘটনা গাড়ির নম্বরসহ ভিডিও করেছিলেন। থানা থেকে ওই ব্যক্তির কাছ থেকে ভিডিওচিত্রটি নেয়ার পর তাঁকে জানানো হয় ওসি এলে মামলা নেয়া হবে। এরপর ওই ব্যক্তি থানা থেকে চলে যান। কিন্তু সারারাত আর ওসি আসেননি। ভোর রাত আনুমানিক তিনটায় থানা থেকে তিনি তাঁর বাসায় ফিরে যান। পরদিন আবার থানায় এসে মামলা করার জন্য সারাদিন বসে থাকেন। বেলা আনুমানিক তিনটায় তাঁর আবেদনপত্র থানা থেকে রেখে দেয়া হয় (কিন্তু আবেদনপত্রের কোন কপি তাঁকে দেয়া হয়নি) এবং তার স্বামীকে পুলিশ গ্রেফতার করেনি উল্লেখ করে র‍্যাব অফিসে যোগাযোগ করার পরামর্শ দেয়া হয়। এরপর তাঁর স্বামীর সন্ধানে র‍্যাব-১ অফিসে যান। কিন্তু তাঁর স্বামীর কোন খোঁজ মেলেনি। ২৬ এপ্রিল ২০১৪ সকালে লক্ষীপুর থেকে তাঁর স্বজনরা ফোন করে জানান সোলায়মানের লাশ লক্ষীপুরে পাওয়া গেছে। এই খবর শুনে তিনি লক্ষীপুরে ফিরে যান। তাঁর শাশুড়ি ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনরা তাঁকে জানান, ২৫ এপ্রিল বিকেল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ৩ গাড়ি র‍্যাব তাঁদের এলাকায় কয়েকবার টহল দিয়েছে। তিনি ধারণা করেন সোলায়মানের লাশ ফেলে যাওয়ার নিরাপদ নির্জন এলাকা বাছাই করতেই র‍্যাব সদস্যরা এলাকায় এসেছিলো।[১২]

২৬. *অধিকার* গুম হওয়ার ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে । *অধিকার* গুমের ঘটনায় স্বাধীন তদন্ত কমিটি গঠন করে দোষী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনী ব্যবস্থা নেয়ার জন্য সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছে[১৩]।

কারাগারে মৃত্যু

২৭. এপ্রিল মাসে ৭ জন কারাগারে মৃত্যুবরণ করেছেন বলে জানা গেছে। এদের মধ্যে ৬ জন 'অসুস্থতা জনিত কারণে' এবং ১ জন আত্মহত্যা করেছেন বলে জানা গেছে।

সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা

২৮. *অধিকার* এর তথ্য অনুযায়ী এপ্রিল মাসে ২৫ জন সাংবাদিক আহত, ২ জন লাঞ্ছিত এবং ২ জন সাংবাদিক হুমকির সম্মুখীন হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

২৯. সংবাদ প্রকাশের জের ধরে সাংবাদিকদের ওপর হামলার ঘটনা অব্যাহত আছে। এই সব হামলার ঘটনাগুলোর সঙ্গে সাধারণত ক্ষমতাসীন দলের নেতা-কর্মীদের জড়িত থাকার অভিযোগ পাওয়া যায়।

৩০. গত ৩ এপ্রিল চাঁপাইনবাবগঞ্জ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মারুফল ইসলামের বিভিন্ন ধরনের অনিয়মের তদন্ত করতে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের সহকারী পরিচালক (বিদ্যালয়) দেবেশ সরকার সদর উপজেলা শিক্ষা অফিসারের কার্যালয়ে যান। এই সময় সংবাদ সংগ্রহের জন্য দৈনিক যুগান্তর ও আরটিভির স্থানীয় প্রতিনিধি এমরান ফারুক মাসুম ওই কার্যালয়ে যান। এর কিছুক্ষণ পর সদর আসনের আওয়ামী লীগ মনোনীত সংসদ সদস্য আবদুল ওয়াদুদ সেখানে আসেন এবং সাংবাদিক এমরান ফারুক মাসুমকে দেখে উত্তেজিত হয়ে তাঁর সঙ্গে তর্কে জড়িয়ে পড়েন। একপর্যায়ে এমপি আবদুল ওয়াদুদ ও তাঁর সঙ্গীয় জেম সাংবাদিক মাসুমকে শারিরীকভাবে লাঞ্ছিত করেন। অভিযোগ রয়েছে যে, এমপি আবদুল ওয়াদুদের প্রভাবেই মারুফল ইসলাম বিভিন্ন ধরনের অনিয়মের সঙ্গে জড়িত রয়েছেন। এর ফলে এমপি আবদুল ওয়াদুদ ও তাঁর সঙ্গীয়রা মাসুমের ওপর হামলা চালায়। [১৪]

[১২] অধিকারএর প্রতিবেদন এবং মানবজমিন ২৭ এপ্রিল ২০১৪
[১৩] অধিকারএর প্রতিবেদন এবং মানবজমিন ২৭ এপ্রিল ২০১৪
[১৪] যুগান্তর ৪ এপ্রিল ২০১৪

৩১. গত ১০ এপ্রিল ২০১৩ রাত আনুমানিক ৯ টায় দৈনিক আমারদেশ[১৫] পত্রিকার সীতাকুন্ড প্রতিনিধি জহিরুল ইসলাম পেশাগত দায়িত্বপালন শেষে সীতাকুন্ড প্রেসক্লাব থেকে তাঁর বাড়িতে ফেরার পথে বাজারে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে সীতাকুন্ড পৌরসভার সাবেক কমিশনার স্থানীয় যুবলীগ নেতা মাইনুল উদ্দিন মামুনের সহযোগী যুবলীগ নেতা আমির হোসেনের নেতৃত্বে ১৫/২০ জনের একদল দুর্বৃত্ত সাংবাদিক জহিরুল ইসলামের ওপর হামলা চালায়। দুর্বৃত্তরা তাঁকে লোহার রড ও হকিস্টিক দিয়ে পিটিয়ে আহত করে মাইক্রোবাসে তুলে নিয়ে যাবার চেষ্টা করে। এই সময় স্থানীয় এলাকাবাসী এগিয়ে এসে তাঁকে উদ্ধার করে সীতাকুন্ড স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করে। সেখান থেকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ওই রাতেই তাঁকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। এই ব্যাপারে সীতাকুন্ড থানায় একটি মামলা দায়ের হয়েছে, পুলিশ হামলার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে আমির হোসেনকে গ্রেফতার করেছে। উল্লেখ্য, স্থানীয় যুবলীগ নেতা মাইনুল উদ্দিন মামুনের বিভিন্ন অপকর্ম নিয়ে এলাকাবাসীর অভিযোগের ওপর ভিত্তি করে জহিরুল ইসলাম আমারদেশ পত্রিকার অনলাইনে একটি সংবাদ প্রকাশ করেন। একই ধরনের সংবাদ দৈনিক আমারদেশ ছাড়াও বেশ কয়েকটি পত্রিকায়ও প্রকাশিত হয়। এর ফলে যুবলীগ নেতা মাইনুল উদ্দিন জহিরুল ইসলামের ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন।[১৬]

৩২. গত ১৬ এপ্রিল অনুষ্ঠিত ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলা নির্বাচনে[১৭] ঠাকুরগাঁও রোড বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে জেলা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক আবদুল মজিদ আপেল জাল ভোট দেয়ার সময় সেই দৃশ্য সময় টেলিভিশনের রংপুর জেলা প্রতিনিধি রতন সরকার ভিডিওতে ধারন করতে গেলে তাঁর ক্যামেরা কেড়ে নেয়া হয়। ক্যামেরা ফেরত চাইলে আবদুল মজিদ আপেল রতন সরকারকে মারধর করেন। সেই সময় আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা উপস্থিত থাকলেও তারা নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে।[১৮]

৩৩.গত ২০ এপ্রিল রাতে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ১৩ নম্বর ওয়ার্ডে চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষযকে কেন্দ্র করে এক রোগীর অভিভাবকের সঙ্গে ইন্টার্নি চিকিৎসকদের বাক বিতণ্ডার এক পর্যায়ে হাতাহাতির ঘটনা ঘটে। এই সময় ইন্টার্নি চিকিৎসকরা বেশ কয়েকটি কক্ষও ভাংচুর করে। এই খবর পেয়ে কয়েকজন সাংবাদিক ঘটনাস্থলে যান এবং হাসপাতালে ঢোকার চেষ্টা করলে তাঁদের বাধা দেয়া হয়। পরে সাংবাদিকরা ভেতরে ঢুকে ছবি তোলার চেষ্টা করলে ইন্টার্নি চিকিৎসকরা এক জোট হয়ে বাঁশের লাঠি ও রড দিয়ে সাংবাদিকদের ওপর হামলা চালায়। এতে চ্যানেল টোয়েন্টিফোরের ক্যামেরাপারসন আবু রায়হান, যমুনা টেলিভিশনের রাসেল মাহমুদ, দৈনিক কালের কণ্ঠের ফটো সাংবাদিক সালাহউদ্দিন, সময় টেলিভিশনের আব্দুস সালামসহ ১০ সাংবাদিক আহত হন। হামলার সময় তাঁদের কাছে থাকা ক্যামেরা নিয়ে ভেঙ্গে ফেলা হয়। হামলার সময় বোয়ালিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সায়েদুর রহমান উপস্থিত থাকলেও তিনি নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেন।[১৯]

৩৪.প্রায়ই দেখা যাচ্ছে ক্ষমতাসীন দল সমর্থিত দুর্বৃত্তসহ প্রভাবশালী মহল সাংবাদিকদের ওপর হামলা চালাচ্ছে। *অধিকার* মনে করে এই সব হামলা বন্ধের জন্য সরকারকে তৎপর হতে হবে ও দায়ীদের বিচারের আওতায় আনতে হবে। সেই সঙ্গে সংবাদমাধ্যমগুলোরও কোন রকম দলীয় প্রভাবে প্রভাবিত না হয়ে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে সংবাদ পরিবেশনে সচেষ্ট হওয়াও অত্যন্ত জরুরী ।

---

[১৫] ২০১৩ সালের ১১ এপ্রিল সরকার আমার দেশ পত্রিকা বন্ধ ে করে দেন এবং আমার দেশের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মাহমুদুর রহমানকে গ্রেফতার করেন। বর্তমানে আমার দেশ পত্রিকাটি অন লাইনে প্রকাশিত হচ্ছে।

[১৬] অধিকারএর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট চট্টগামের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

[১৭] এই নির্বাচনটি পাঁচ ধাপে অনুষ্ঠিত উপজেলা নির্বাচনের আওতার বাইরে ছিল

[১৮] অধিকার এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ঠাকুরগাঁওয়ের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

[১৯] অধিকার এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রাজশাহীর মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন এবং মানবজমিন ২২ এপ্রিল ২০১৪

কারাগারে আটক আমার দেশ এর ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মাহমুদুর রহমানকে সুচিকিৎসা থেকে বঞ্চিত করার অভিযোগ

৩৫.গত ১৯ এপ্রিল কাশিমপুর কারাগারে আটক আমার দেশ পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মাহমুদুর রহমানকে উন্নত চিকিৎসার জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএসএমএমইউ) ফিজিক্যাল মেডিসিন ও রিহ্যাবিলিটেশন বিভাগে আনা হয়। মাহমুদুর রহমানের ডান কাঁধ এবং হাতে সার্বক্ষনিক তীব্র ব্যথা থাকা সত্ত্বেও ফিজিক্যাল মেডিসিন ও রিহ্যাবিলিটেশন বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডাঃ মইনুজ্জামান তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি না করে একদিন পর পর কাশিমপুর কারাগার থেকে হাসপাতালে এসে চিকিৎসা নেয়ার পরামর্শ দেন। কাশিমপুর কারগার থেকে একদিন পর পর এসে ফিজিওথেরাপি নেয়ার মতো শারীরিক অবস্থা মাহমুদুর রহমানের নেই বলে জানিয়েছেন তাঁর পরিবারের সদস্যরা। হাতে এবং শরীরে প্রচণ্ড ব্যথা থাকায় তাঁর পক্ষে এত দীর্ঘ রাস্তা পার হয়ে এসে নিয়মিত চিকিৎসা নিয়ে ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। উল্লেখ্য, কাশিমপুর কারাগার থেকে ঢাকায় আসতে কমপক্ষে ৩ ঘন্টা সময় লাগে, ফলে আসা যাওয়ায়াতে প্রায় ৬ ঘন্টা ব্যয় হবে। ১১ এপ্রিল ২০১৩ থেকে কারাগারে বন্দী থাকায় এবং তাঁকে রিমান্ডে নেয়ার পর শারিরীকভাবে নির্যাতন করায় মাহমুদুর রহমান অস্টিও-আথ্রাইটিস ও রক্তচাপের ওঠা-নামা এবং সেই সঙ্গে গত এক মাসের বেশী সময় ডান কাঁধ এবং হাতে তীব্র ব্যাথাসহ ফ্রোজেন শোলডার ও মেরুদন্ডের হাড়-ক্ষয় রোগে ভুগছেন। এই অবস্থায় গত ১৬ এপ্রিল মাহমুদুর রহমানের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আদালত তাঁকে বিশেষায়িত হাসপাতালে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে কারা কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেয়।[২০] এরপর গত ২৮ এপ্রিল দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) এর দায়েরকৃত মামলায় মাহমুদুর রহমানকে কাশিমপুর কারাগার থেকে বিশেষ জেলা ও দায়রা জজ আদালত-৩ এ হাজির করা হলে বিচারক বাসুদেব রায় তাঁর বিরুদ্ধে মামলায় চার্জ গঠন করেন। এই সময় মাহমুদুর রহমান বিচারকের উদ্দেশ্যে বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী, তাঁর পুত্র ও জ্বালানি উপদেষ্টার দুর্নীতির বিরুদ্ধে আমার দেশ পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশ করায় প্রধানমন্ত্রী আমাকে শায়েস্তা করার জন্য দুদককে দিয়ে বানোয়াট মামলাটি করিয়েছেন'।[২১]

৩৬.*অধিকার* এই ব্যাপারে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে। *অধিকার* মনে করে কারাগারে আটক কোন ব্যক্তিকে চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত করা মানবাধিকারের চরম লংঘন। *অধিকার* কারাবন্দী আমার দেশ পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক অসুস্থ মাহমুদুর রহমানকে সুচিকিৎসার স্বার্থে অবিলম্বে মুক্তি দেয়ার জন্য সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছে।

গণপিটুনীতে মানুষ হত্যা অব্যাহত

৩৭.২০১৪ সালের এপ্রিল মাসে ১৩ ব্যক্তি গণপিটুনীতে মারা গেছেন।

৩৮.প্রায়ই দেশের বিভিন্ন স্থানে গণপিটুনী দিয়ে মানুষ হত্যা করা হচ্ছে। মানুষের মধ্যে আইনের প্রতি অশ্রদ্ধা ও অস্থিরতার প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। পুলিশের হাতে সোপর্দ করলে পুলিশ টাকার বিনিময়ে অভিযুক্তকে ছেড়ে দেবে বা অভিযুক্ত গ্রেফতার হয়ে আদালতে গিয়ে জামিনে বের হয়ে এসে আবার অপকর্মে জড়িত হবে মূলত এই ধরনের ধারণা থেকেই গণপিটুনীর ঘটনাগুলো ঘটছে। সুতরাং ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার দুর্বলতার কারণে এবং বিচার ব্যবস্থার প্রতি আস্থা কমে যাওয়ায় মানুষের নিজের হাতে আইন তুলে নেবার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে বলে *অধিকার* মনে করে।

[২০] নয়া দিগন্ত ২১ এপ্রিল ২০১৪

[২১] আমারদেশ অনলাইন সংস্করন ২৯ এপ্রিল ২০১৪

ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের মানবাধিকার

৩৯. দেশের প্রভাবশালী মহল জমি দখল, চাঁদাবাজিসহ নানান স্বার্থের কারণে ধর্মীয় সংখ্যালঘু নাগরিকদের ওপর হামলা চালাচ্ছে। এই হামলার ঘটনাগুলোকে রাজনীতীকরণের কারণে দুবৃর্ত্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার বিষয়টি উপেক্ষিতই থেকে যাচ্ছে এবং হামলার সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের বিচার না হবার কারণে এই ধরণের ঘটনা ঘটেই চলেছে।

৪০. গত ১৭ এপ্রিল লালমনিরহাটের আদিতমারী উপজেলার সারপুকুর ইউনিয়নের ভোলার দিঘী রাধা গোবিন্দ দূর্গা মন্দিরে আগুন ধরিয়ে দেন স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা মোহাম্মদ শাহজাহান। মন্দিরের পুরোহিত শ্রী আন্দারু বর্মন অভিযোগ করে বলেন, ভোর আনুমানিক ৪টায় মন্দিরে পেট্রোল ঢেলে আগুন দিলে মুহূর্তে আগুন পুরো মন্দিরে ছড়িয়ে পড়ে। পরে লালমনিরহাট ফায়ার সার্ভিসের গাড়ী আসার আগেই মন্দিরের আশ-পাশের লোকজন ছুটে এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। আগুনে মন্দিরের দরজা, চারিদিকে ঘেরা টিনের বেড়া ও টিনের ঘরের চালের একাংশ পুড়ে যায়। এলাকাবাসী অভিযোগ করে বলেন, গত ১৬ এপ্রিল রাত আনুমানিক ১০টায় একটি সামান্য ঘটনাকে কেন্দ্র করে সারপুকুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের ৬নং ওয়ার্ড কমিটির সভাপতি মোহাম্মদ শাহজাহান মন্দিরের পুরোহিতকে লাঞ্ছিত করেন। এই সময় তিনি ও তাঁর সঙ্গে থাকা লোকজন হিন্দুদের গ্রাম ছাড়া করার হুমকি দেন। এই ঘটনার জের ধরে ১৭ এপ্রিল ভোরে আওয়ামী লীগ নেতা শাহজাহানের নেতৃত্বে একদল দুবৃর্ত্ত মন্দিরে আগুন ধরিয়ে দেয়। ১৭ এপ্রিল দুপুরে মন্দিরের পুরোহিত শ্রী আন্দারু বর্মন বাদী হয়ে মোহাম্মদ শাহজাহান (৩৫) সহ ১৫ জনকে আসামী করে আদিতমারী থানায় মামলা দায়ের করেন। আদিতমারী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আসলাম ইকবাল জানান, আগুন লাগানোর আলামত হিসেবে পেট্রোলের বোতল উদ্ধার করা হয়েছে। কিন্তু পুলিশ এখনো অভিযুক্তদের গ্রেফতার করেনি। [২২]

৪১. খুলনা নগরীর দৌলতপুর উপজেলার মহেশ্বরপাশা এলাকার ঋষিপাড়ায় মন্দিরে চড়ক পূজার অনুষ্ঠানে আবর্জনা ফেলাকে কেন্দ্র করে সংখ্যালঘু হিন্দুদের মন্দির ও ঘরবাড়িতে হামলা করে ভাংচুর করেছে দুর্বৃত্তরা। ঋষিপাড়া মন্দির কমিটির সাধারণ সম্পাদক কালীপদ দাস *অধিকারকে* জানান, মহেশ্বরপাশা ঋষিপাড়া মন্দিরে গত ১৫ এপ্রিল সন্ধ্যায় চড়ক পূজা অনুষ্ঠানের সময় ৪/৫ জন দুর্বৃত্ত পূজার পাট ও ঘটে আবর্জনা ছড়িয়ে দেয়। এই ব্যাপারে পূজারিরা প্রতিবাদ করলে দুর্বৃত্তদের সঙ্গে পূজারীদের কথা কাটাকাটি ও হাতাহাতি হয়। এই সময় পঞ্চানন দাস নামে একজনকে মারপিট করে দুর্বৃত্তরা। এই ঘটনার পর রাত আনুমানিক সাড়ে ১২টায় ১৫/২০ জন দুর্বৃত্ত লাঠিসোটা, দা-কুড়ালসহ ঋষিপাড়ার ঘরবাড়িতে হামলা করে ব্যাপক ভাঙচুর ও লুটপাট করে। এই সময় তারা পাগল দাসের পারিবারিক মন্দির ও ৩টি বাড়িতে ভাঙচুর চালায়। দুর্বৃত্তদের হামলায় অরুন দাস, পঞ্চা দাস ও পঞ্চানন দাস নামে ৩ জন আহত হন। আহতদের খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এই হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনায় মন্দির কমিটির সাধারণ সম্পাদক কালীপদ দাস বাদী হয়ে ১৪ জনের নাম উল্লেখ করে দৌলতপুর থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। পুলিশ হারুন শেখ (৪০), মোঃ নওয়াজ শেখ (৫০), মোজাম্মেল শেখ (৫৫), মোঃ পলাশ শেখ (৩০) ও সুমন শেখ (১৮) নামে ৫ জনকে আটক করেছে। [২৩]

৪২. *অধিকার* ধর্মীয় সংখ্যালঘু নাগরিকদের ওপর আক্রমণের ঘটনার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছে এবং ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নাগরিকদের নিরাপত্তা বিধান করতে সরকারের প্রতি জোর দাবি জানাচ্ছে।

[২২] অধিকারএর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট লালমনিরহাটের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন
[২৩] অধিকারএর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট খুলনার মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

নিবর্তনমূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯ ও ২০১৩)

৪৩. নিবর্তনমূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধনী ২০০৯ ও ২০১৩) এখন পর্যন্ত বলবৎ রয়েছে। ৬ই অক্টোবর ২০১৩ এই সংশোধিত আইনের ৫৭ ধারায়[২৪] 'ইলেকট্রনিক ফরমে মিথ্যা, অশ্লীল অথবা মানহানিকর তথ্য প্রকাশ' ও এই সংক্রান্ত অপরাধ আমলযোগ্য ও অ-জামিনযোগ্য বলা হয়েছে এবং সংশোধনীতে এর শাস্তি বৃদ্ধি করে সাত থেকে চৌদ্দ বছর পর্যন্ত করা হয়েছে। এই আইনটি মত প্রকাশের স্বাধীনতা ভয়াবহভাবে লংঘন করছে এবং এটাকে মানবাধিকার কর্মী, সাংবাদিক, ব্লগার ও স্বাধীনচেতা মানুষের বিরুদ্ধে বর্তমান সরকার অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে।

৪৪. *অধিকার* এই নিবর্তনমূলক আইনটি অবিলম্বে বাতিলের জন্য সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছে।

অধিকার এর বরাদ্দকৃত অর্থছাড় দেয়নি এনজিও বিষয়ক ব্যুরো

৪৫. *অধিকার* এর প্রকল্পের কর্মসূচীর জন্য বরাদ্দকৃত অর্থছাড়ে বারবার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনস্ত এনজিও বিষয়ক ব্যুরো। আর এভাবেই সরকার অধিকারএর কর্মকাণ্ড ব্যাহত করার কৌশল নিয়েছে। 'হিউম্যান রাইটস্ রিসার্চ এন্ড এ্যাডভোকেসি' প্রকল্পের ২ বছর ১০ মাস ব্যাপী কার্যক্রম ২০১৩ সালের জুন মাসে শেষ হয়ে গেলেও এনজিও বিষয়ক ব্যুরো এই প্রকল্পের শেষ ধাপের অর্থছাড় এখনও পর্যন্ত করেনি। সীমান্তে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনী বিএসএফ কর্তৃক মানবাধিকার লংঘন, বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, রাজনৈতিক সহিংসতা, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানবাধিকার লংঘন এবং নারীর প্রতি সহিংসতা ইত্যাদি বিষয়ে ডকুমেন্টশন, তথ্যানুসন্ধান, গবেষণা এবং এডভোকেসি করার লক্ষ্যে এই প্রকল্পটি পরিচালনা করা হয়েছিলো। সঠিক সময়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য *অধিকার* তার সাধারণ তহবিল থেকে ঋণ নিয়ে প্রকল্পটি শেষ করতে বাধ্য হয়। উল্লেখ্য, ২০১০ সালের অক্টোবর মাসে এই প্রকল্পটির শুরু থেকেই এনজিও বিষয়ক ব্যুরো অর্থছাড়ের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে আসছিল।

৪৬. প্রথম বর্ষের কার্যক্রম শেষ করার পর গত ৬ মার্চ ২০১৩ তারিখে 'এডুকেশন অন দি কনভেনশন এগেইনস্ট টর্চার এন্ড অপক্যাট এওয়ারনেস প্রোগ্রাম ইন বাংলাদেশ' প্রকল্পের কর্মসূচির জন্য বরাদ্দকৃত ২য় বর্ষের অর্থছাড়ের জন্য আবেদন জমা দেয় *অধিকার*। এই আবেদনের প্রেক্ষিতে গত ১৫ মে ২০১৩ এনজিও বিষয়ক ব্যুরো ২য় বর্ষের কর্মসূচির জন্য বরাদ্দকৃত তহবিলের ৫০% অর্থছাড় দেয়। গত ২১ আগস্ট ২০১৩ তারিখে অধিকার উল্লেখিত প্রকল্পের প্রথম বর্ষের কার্যক্রম সমাপ্তের অডিট রিপোর্টসহ ২য় বর্ষের কর্মসূচির বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অবশিষ্ট ৫০% অর্থছাড়ের জন্য পুনরায় আবেদন করে। কিন্তু এনজিও বিষয়ক ব্যুরো এই প্রকল্পের অর্থছাড়ের ক্ষেত্রে বারবার প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে আসছে। এক বছরেরও বেশি সময় অতিবাহিত হওয়ার পরও অধ্যাবদি বরাদ্দকৃত তহবিলের অবশিষ্ট ৫০% অর্থছাড় দেয়নি এনজিও বিষয়ক ব্যুরো।

৪৭. *অধিকার* তার মানবাধিকার সংক্রান্ত কর্মকাণ্ড পরিচালনা অব্যাহত রাখার জন্য সরকারের প্রতি তহবিল ছাড় দেয়ার আহবান জানাচ্ছে।

---

[২৪]ধারা ৫৭: (১) কোন ব্যক্তি যদি ইচ্ছাকৃতভাবে ওয়েব সাইটে বা অন্য কোন ইলেকট্রনিক বিন্যাসে এমন কিছু প্রকাশ বা সম্প্রচার করেন, যাহা মিথ্যা ও অশ্লীল বা সংশ্লিষ্ট অবস্থা বিবেচনায় কেহ পড়িলে, দেখিলে বা শুনিলে নীতিভ্রষ্ট বা অসৎ হইতে পারেন অথবা যাহার দ্বারা মানহানি ঘটে, আইন শৃঙ্খলার অবনতি ঘটে বা ঘটার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়, রাষ্ট্র ও ব্যক্তির ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয় বা ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করে বা করিতে পারে বা এ ধরনের তথ্যাদির মাধ্যমে কোন ব্যক্তি বা সংগঠনের বিরুদ্ধে উস্কানী প্রদান করা হয়, তাহা হইলে এই কার্য হইবে একটি অপরাধ।

(২) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর অধীন অপরাধ করিলে তিনি সর্বনিম্ন সাত বৎসর ও সর্বোচ্চ চৌদ্দ বৎসর কারাদণ্ডে অথবা অনধিক এক কোটি টাকা অর্থদণ্ডে অথবা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

সীমান্তে বিএসএফ কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘন অব্যাহত

৪৮. *অধিকার* এর তথ্য অনুযায়ী এপ্রিল মাসে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনী বিএসএফ ২ জন বাংলাদেশীকে গুলি করে হত্যা করেছে ও ২ জনকে নির্যাতন করে আহত করেছে। একই সময়ে বিএসএফ'র হাতে অপহৃত হয়েছেন ৪ জন।

৪৯. ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনী বিএসএফ প্রায়ই বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে বাংলাদেশী নাগরিকদের বসতবাড়ীতে হামলা ও লুটপাট করে এবং অনেককে ধরে নিয়ে যায়। ধরে নিয়ে যাবার পর অনেককেই আবার নির্যাতন করে বা হত্যা করে সীমান্তে ফেলে রেখে যায় বিএসএফ। এছাড়া বিএসএফ'র বিরুদ্ধে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে কৃষি জমি দখলেরও অভিযোগ আছে।

৫০. গত ১০ এপ্রিল কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার রামকৃষ্ণপুর ইউনিয়নের মোহাম্মদপুর গ্রামের কৃষকরা ১৫৭/১(এস) সীমান্ত পিলারের কাছে তাঁদের জমি চাষ করতে গেলে বিএসএফ তাঁদের ধাওয়া করে তাড়িয়ে দিয়ে ওই সব আবাদী জমি দখল করে নেয়। রামকৃষ্ণপুর ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য মোহাম্মদপুর গ্রামের কৃষক মুকুল হোসেন *অধিকারকে* জানান, ঐ দিন সকালে কৃষক ফজলু বিশ্বাস, টুলু মন্ডল, রেজাউল করিম ও নুর মন্ডল প্রায় ২০ বিঘার মতো জমিতে পাওয়ার টিলার দিয়ে চাষ করতে গেলে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার হোগলবাড়িয়া থানার বাউশমারী ক্যাম্পের বিএসএফ সদস্যরা তাঁদের বাধা দেয়। এই সময় কৃষকরা তাঁদের জমিতে চাষে বাধা দেয়ার প্রতিবাদ করলে বিএসএফ সদস্যরা কৃষকদের অস্ত্র উঁচিয়ে ধাওয়া করলে প্রাণ ভয়ে কৃষকরা জমির কাছ থেকে ফিরে আসেন। পরে কৃষকরা জমি দখলের বিষয়টি স্থানীয় বিজিবিকে জানালে রামকৃষ্ণপুর বিওপি'র টহলদল ঘটনাস্থলে পৌঁছার পর বিএসএফ জমি থেকে সরে যায়। [২৫]

৫১. গত ১২ এপ্রিল লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রামের ধবলগুঁড়ি সীমান্তে জোংড়া ইউনিয়নের ৮৭০ নম্বর পিলারের কাছে বাংলাদেশী অংশে এক অজ্ঞাত বাংলাদেশী নাগরিক ঘাস কাটতে যান। এই সময় ভারতের কুচবিহার ফালাকাটা-৩৫ বিএসএফ ব্যাটালিয়নের ললোংগীবাড়ী ক্যাম্পের ছয় সদস্যের একটি দল ওই ব্যক্তিকে ধাওয়া করে। ধাওয়া খেয়ে ঐ ব্যক্তি বাংলাদেশের অভান্তরে ভূট্টা ক্ষেতে লুকিয়ে থাকেন। পরে বিএসএফ সদস্যরা বাংলাদেশের তিনশ' গজ অভান্তরে অনুপ্রবেশ করে সিরাজুল ইসলাম মুন্সী নামের এক ব্যক্তির বাড়িতে হামলা চালিয়ে ভাঙচুর করে। এই সময় সিরাজুল ইসলামের মাধ্যমিক স্কুল পড়ুয়া মেয়ে বিএসএফকে বাধা দিলে তাঁকে তারা ধাওয়া করে আটক করে লাঞ্ছিত করার চেষ্টা করে। এই সময় তাঁর আর্তচিৎকারে বিক্ষুব্ধ এলাকাবাসীরা এক জোট হয়ে লাঠিসোঁটা নিয়ে বিএসএফের সদস্যদের ধাওয়া করলে তারা পালিয়ে যায়। যাওয়ার সময় বিএসএফের সদস্যরা সীমান্তের কাছ থেকে বাংলাদেশীদের ১২টি ছাগল লুট করে নিয়ে যায়।[২৬]

৫২. গত ১৮ এপ্রিল কুড়িগ্রাম জেলার ফুলবাড়ী সীমান্তে আর্ন্তজাতিক পিলার ৯৩১/৩ এস এর কাছ দিয়ে একদল বাংলাদেশী গরু ব্যবসায়ী ভারতে গরু আনতে গেলে ১২৪ নটকোবারী (কড়লা) ক্যাম্পের ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনী বিএসএফ তাঁদের লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়ে। এই ঘটনায় বাংলাদেশী নাগরিক শামসুল মাথায় ও পিঠে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারাত্মকভাবে আহত হয়ে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ২০ এপ্রিল মারা যান।[২৭]

৫৩. *অধিকার* মনে করে, বাংলাদেশ সরকারের ভূমিকা একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের উপযোগী হওয়া প্রয়োজন। কোন স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র কখনোই তার বেসামরিক নাগরিকদের নির্বিচারে হত্যা-নির্যাতন-অপহরণ মেনে নিতে পারে না। দুদেশের মধ্যে সমঝোতা এবং এই সম্পর্কিত চুক্তি অনুযায়ী যদি কোন দেশের নাগরিক অনুনোমোদিতভাবে সীমান্ত অতিক্রম করে তা অনুপ্রবেশ হিসেবে চিহ্নিত হবার কথা এবং সেই মোতাবেক ঐ

[২৫] অধিকারএর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কুষ্টিয়ার মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন এবং ইনকিলাব ১৪ এপ্রিল ২০১৪
[২৬] অধিকারএর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট লালমনিরহাটের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন এবং ইনকিলাব ১৪ এপ্রিল ২০১৪
[২৭] অধিকারএর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট লালমনিরহাটের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে বেসামরিক কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তরের কথা। কিন্তু আমরা দেখছি ভারত দীর্ঘদিন ধরে এই সমঝোতা এবং চুক্তি লঙ্ঘন করে সীমান্তের কাছে কাউকে দেখলে বা কেউ সীমান্ত অতিক্রম করলে গুলি করে তাঁকে হত্যা করছে, যা পরিষ্কারভাবে আন্তর্জাতিক আইন ও মানবাধিকারের লংঘন।

৫৪. *অধিকার* মনে করে, সীমান্তের কাছে অবস্থিত বেসামরিক নাগরিকদের ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর হাতে হত্যা-অপহরণ ও নির্যাতনের ব্যাপারে ভারত সরকারের কাছে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দাবি করা বাংলাদেশ সরকারের কর্তব্য।

পানির ন্যায্য প্রাপ্যতা থেকে বাংলাদেশ বঞ্চিত

৫৫. ১৯৮২ সালে গজলডোবার কাছে তিস্তা নদীর ওপর ব্যারেজ নির্মাণ করে ভারত। এরপর থেকেই ডাইভারশন খাল কেটে মহানন্দা নদীতে নিজেদের ইচ্ছামত পানি সরিয়ে নিচ্ছে। বর্তমানে পানি ছাড়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে নেতিবাচক নীতি অনুসরন করছে নয়া দিল্লীর সরকার। এরফলে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় ভূ-উপরস্থ পানির সেচ প্রকল্প তিস্তা বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছে। গত ফেব্রুয়ারি মাস থেকেই পানি প্রবাহ কমে গেছে। এখন মাত্র ৩০০ থেকে ৪০০ কিউসেক পানি তিস্তা নদী দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। এর ফলে একশ কিলোমিটারের বেশি তিস্তা অববাহিকার বিস্তীর্ণ অঞ্চল এখন প্রায় পানিশূন্য। তিস্তার এই মরুকরণ মহাবিপর্যয় হয়ে এসেছে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের কৃষকদের জীবনে। তিস্তা নদীর সেচ প্রকল্পের ওপর নির্ভরশীল নীলফামারী, দিনাজপুর ও রংপুরের কৃষক। নদীতে পানি না থাকায় এবার বরো মওসুমে বিপাকে পড়েছেন কৃষকরা। এছাড়াও পানি প্রত্যাহারের ফলে জীববৈচিত্র ধ্বংস হচ্ছে। পানি বিশেষজ্ঞরা বলছেন, অভিন্ন তিস্তা নদীর পানি ভারত একতরফাভাবে প্রত্যাহার করায় এই বিপর্যয় হয়েছে। ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের ৫৪টি অভিন্ন নদী রয়েছে। এরমধ্যে তিস্তা নদীটি ৩৬৬ কিলোমিটার দীর্ঘ। এই নদীটি ভারতের সিকিম হিমবাহ থেকে উৎপন্ন হয়ে বাংলাদেশের নীলফামারী জেলা দিয়ে প্রবেশ করেছে। নদীটির ১১৭ কিলোমিটার বাংলাদেশে বয়ে গেছে আর বাকি ২৪৯ কিলেমিটার ভারতের সিকিম এবং পশ্চিমবঙ্গ দিয়ে বয়ে গেছে।[২৮] উল্লেখ্য, ভারত সরকার ১৯৭৫ সালে গঙ্গা নদীর ওপর ফারাক্কা ব্যারেজ চালু করে বাংলাদেশের নদী প্রবাহে প্রথম আঘাত হানে এবং এর প্রবাহের একটি বিরাট অংশ প্রত্যাহার করে ভারতের ভাগিরথী নদীতে চালান করে দেয়।[২৯]

৫৬. নয়া দিল্লীর এই ধরণের অনমনীয় ও একতরফা পানি প্রত্যাহারের আগ্রাসী মনোভাবে *অধিকার* গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে। *অধিকার* মনে করে, প্রতিবেশী রাষ্ট্রের এই ধরনের মনোভাব বাংলাদেশের মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বড় বাধা হয়ে আছে। এখনো পর্যন্ত ৫৪টি অভিন্ন নদীর পানির ন্যায্য প্রাপ্যতার ব্যাপারে বাংলাদেশের অবস্থান এবং অধিকার স্বীকৃত হয়নি।

৫৭. *অধিকার* এই ক্ষেত্রে জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক মানবাধিকার রক্ষাকর্মী এবং পরিবেশবাদীদের সক্রিয়ভাবে এগিয়ে এসে পানির ন্যায্য হিস্যা আদায় করার ব্যাপারে দৃঢ় অবস্থান নিতে আহবান জানাচ্ছে।

তৈরি পোশাক শিল্প কারখানার শ্রমিকদের অবস্থা

৫৮. *অধিকার* এর তথ্য অনুযায়ী ২০১৪ সালের এপ্রিল মাসে তৈরি পোশাক শিল্প কারখানায় আগুন লাগার কারণে হুড়োহুড়ি করে নামতে গিয়ে এবং ধোঁয়ায় ৫১ জন শ্রমিক আহত হয়েছেন।

৫৯. প্রায়ই দেখা যাচ্ছে যে তৈরী পোষাক শিল্পে শ্রমিকদের সঙ্গে মালিকপক্ষের সংঘর্ষ হচ্ছে। মূলত: স্বল্প মজুরী, মজুরী না পাওয়া বা মজুরী বৃদ্ধির দাবিতেই সংঘর্ষগুলো ঘটছে। বাংলাদেশের অত্যন্ত সম্ভাবনাময় এই শিল্পকে

[২৮] মানবজমিন ২২ এপ্রিল ২০১৪ এবং যায়যায় দিন ১৮ মার্চ ২০১৪ এবং
[২৯] আমাদের বুধবার ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৪

টিকিয়ে রাখতে হলে ত্রি-পক্ষীয় চুক্তির সঠিক বাস্তবায়ন করতে হবে এবং শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের ব্যবস্থা করতে হবে।

৬০. তৈরী পোশাক শিল্প বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের একটি প্রধান ক্ষেত্র। এই শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শ্রমিকদের অবদান অপরিসীম। কিন্তু উপযুক্ত কারণ ছাড়াই শ্রমিক ছাঁটাই, বিনা নোটিশে কারখানা বন্ধ ও মজুরী সময়মতো পরিশোধ না করা ইত্যাদি বিষয়গুলো মানবাধিকারের লঙ্ঘন যা অনবরত ঘটেই চলেছে।

নারীর প্রতি সহিংসতা

৬১. নারীর প্রতি সহিংসতা অব্যাহত রয়েছে। এপ্রিল মাসে অনেক নারী ধর্ষণ, যৌতুক, এসিড সন্ত্রাস এবং বখাটেদের হয়রানির শিকার হয়েছেন।

যৌতুক সহিংসতা

৬২. এপ্রিল মাসে ২১ জন নারী যৌতুক সহিংসতার শিকার হয়েছেন। এঁদের মধ্যে ১৪ জন নারীকে যৌতুকের কারণে হত্যা করা হয়েছে, ৭ জন বিভিন্নভাবে নিপীড়নের শিকার হয়েছেন বলে জানা গেছে।

৬৩. গত ১৫ এপ্রিল দিবাগত রাতে খুলনা জেলার রূপসা উপজেলার আইচগাতী ইউনিয়নের দেয়াড়া গ্রামে সাথী খাতুন (১৭)[৩০] নামে এক গৃহবধুকে যৌতুকের জন্য তাঁর স্বামী জামাল শেখ শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করে । গোপালগঞ্জের ধানকুড়া উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ১০ম শ্রেণীর মেধাবী ছাত্রী সাথী খাতুনকে তাঁর দরিদ্র কৃষক পিতা ২০১৪ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি জামাল শেখের সঙ্গে বিয়ে দেন। বিয়ের সময় শ্বশুরের দেয়া উপঢৌকন জামাল (২৮) খুশি মনে নিতে পারেনি। সাথীর পিতা রেজাউল ইসলাম মিজান জানান, গত ১১ এপ্রিল সাথী ও তার স্বামী তাঁদের বাড়িতে বেড়াতে এলে ঘুষ দিয়ে চাকুরী নেয়ার জন্য জামাল ৪ লাখ টাকা যৌতুক দাবি করে। কিন্তু তিনি তখন মাত্র ১০ হাজার টাকা দিতে পারেন। এরপর তাঁর বাড়ি থেকে ফিরেই জামাল সাথীর ওপর অমানুষিক অত্যাচার শুরু করে। গত ১৫ এপ্রিল সকালেও জামালের বাড়িতে একদফা অত্যাচার করা হয় সাথীর ওপর। অবশেষে রাত দেড়টায় জামাল শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করে সাথীকে। এই ব্যাপারে নিহতের পিতা বাদী হয়ে রূপসা থানায় মামলা দায়ের করার পর পুলিশ ঘাতক স্বামী, শ্বশুর ও শ্বাশুড়ীকে আটক করেছে। [৩১]

৬৪. গত ১০ এপ্রিল ভোরে চট্টগ্রাম জেলার রাঙ্গুনিয়া উপজেলার রানীরহাট এলাকায় যৌতুক না দেয়ার কারনে ঘুমন্ত অবস্থায় গৃহবধু রোজি আক্তারের গায়ে তাঁর স্বামী জয়নাল আবেদীন কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয়। গত ১৪ এপ্রিল চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালের বার্ন ইউনিটে ৪ দিন যন্ত্রণাভোগের পর রোজি আক্তার মারা যান। প্রায় ছয় বছর আগে রাঙ্গুনিয়া উপজেলার সর্তাপাড়া গ্রামের রফিকুল ইসলামের মেয়ে রোজি আক্তারের বিয়ে হয় একই উপজেলার রানীরহাট এলাকার জয়নাল আবেদীনের সঙ্গে। বিয়ের পর থেকেই যৌতুকের দাবিতে রোজি আক্তারকে তাঁর স্বামী ও শ্বশুড় বাড়ির লোকজন অত্যাচার করতো। পুলিশ জয়নাল আবেদিনকে গ্রেপ্তার করেছে।[৩২]

এসিড সহিংসতা

৬৫. এপ্রিল মাসে ২ জন নারী, ২ জন পুরুষ ও ১ জন মেয়ে শিশু এসিডদগ্ধ হয়েছেন।

৬৬. গত ৬ এপ্রিল আনুমানিক বিকেল ৪ টায় মানিকগঞ্জ পৌর এলাকার চর বেওথা গ্রামে টিউবওয়েলে গোসল করার সময় সাদিক নামে এক মাদকাসক্ত যুবক শাহনাজ কাজী নামে এক স্কুল ছাত্রীকে এসিড নিক্ষেপ করে। জানা যায়,

[৩০] জাতীয় শিশু নীতি ২০১১ মতে ১৮ বছরের নীচে শিশু হিসেবে গণ্য করা হয় এবং ১৮ এর নিচে বিয়ে দেয়া আইননত দণ্ডনীয়
[৩১] অধিকারএর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট খুলনার মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন
[৩২] অধিকারএর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট চট্টগ্রামের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

দীর্ঘদিন ধরে সাদিক শাহনাজ কাজীকে উত্যক্ত করে আসছিলো। এই কারণে গ্রামে তার বিরুদ্ধে আয়োজিত সালিশে ভবিষ্যতে সে এই কাজ করবে না বলে মুচলেকাও দেয়। ভিকটিমের পিতা এ ব্যাপারে মানিকগঞ্জ থানায় মামলা দায়ের করেছেন।[৩৩]

৬৭. গত ২৪ এপ্রিল রাতে পিরোজপুর জেলার ভান্ডারিয়া উপজেলার নলকাটা গ্রামে লাইলী আক্তার (১৯) নামের এক তরুণী তার মামাতো বোন চম্পাকে নিয়ে মোবাইল ফোনে চার্জ দিয়ে পাশের বাড়ি থেকে নিজ বাড়িতে ফেরার পথে কয়েকজন মুখোশধারী দুর্বৃত্ত তাঁর শরীরে এসিড ছুঁড়ে মারে। এতে লাইলী আক্তারের পিঠ,পা ও বাঁ চোখের কিছু অংশ ঝলসে যায়। আহত অবস্থায় তাঁকে বরিশাল মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এ ব্যাপারে ভান্ডারিয়া থানায় সাত জনকে আসামী করে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ দেলোয়ার হোসেন নামে একজন এজহারভুক্ত আসামীকে গ্রেফতার করেছে।[৩৪]

৬৮. এসিড নিক্ষেপের বিরুদ্ধে কঠোর আইন থাকার পরও তা বাস্তবায়ন না হবার কারণে এই সব অপরাধ ঘটেই চলেছে। ৯০ দিনের মধ্যে মামলা শেষ করার বাধ্যবাধকতা থাকলেও তা কার্যকর হচ্ছে না।

ধর্ষণ

৬৯. এপ্রিল মাসে মোট ৪৫ জন নারী ও মেয়ে শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছেন বলে জানা গেছে। এঁদের মধ্যে ১৭ জন নারী, ২৩ জন মেয়ে শিশু ও ৫ জনের বয়স জানা যায়নি। উক্ত ১৭ জন নারীর মধ্যে ৩ জনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে, ৮ জন গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন এবং ১ জন আত্মহত্যা করেছেন। ২৩ জন মেয়ে শিশুর মধ্যে ৩ জনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে এবং ১১ জন গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন। এই সময়ে ২ জন মেয়ে শিশুকে ধর্ষণের চেষ্টা করা হয়েছে।

৭০. গত ১ এপ্রিল খুলনা জেলার দিঘলিয়া উপজেলার সেনহাটির বেদেপাড়ায় এক নববধূ (২০) তাঁর চাচাতো বোনের বাসায় বেড়াতে এসে গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন। ৭/৮ জন দুর্বত্ত তাঁর স্বামীকে আটকে রেখে তাঁকে ধর্ষণ করে। এই ঘটনায় ধর্ষণের শিকার মেয়েটির চাচাতো বোন পারভীন বেগম গত ৩ এপ্রিল বাদি হয়ে দিঘলিয়া থানায় অভিযুক্ত এখলাস (৩০), চুন্নু খান (৪০), রাজু শেখ (২৪) এবং ধর্ষণে সহয়তাকারী ফাতেমা বেগমের নামে মামলা দায়ের করেন। পুলিশ ফাতেমা বেগমকে গ্রেফতার করেছে।[৩৫]

৭১. গত ১৫ এপ্রিল সাতক্ষীরার কালিগঞ্জ থেকে আসা এক কিশোরী খুলনার জিরো পয়েন্টে বরিশাল থেকে বাসে করে তার মা আসবেন বলে অপেক্ষা করছিলেন। কিন্তু তাঁর মোবাইলের চার্জ শেষ হলে মায়ের সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু তিনি রাত পর্যন্ত খুলনা-সাতক্ষীরা মহাসড়কের পাশেই অপেক্ষা করছিলেন। রাত আনুমানিক সাড়ে ১০টায় পাশের খাবার হোটেল থেকে হোটেলের মালিক শহিদুলের স্ত্রী মাজেদা (৪২) তাঁর কাছে এসে রাতে আশ্রয় দেয়ার কথা বলে তাঁকে ডেকে নিয়ে যায়। এরপর গভীর রাতে হোটেল মালিক শহিদুল ওই কিশোরীকে ধর্ষণ করে। ১৬ এপ্রিল সকালে কিশোরী তাঁদের ঘর থেকে বের হয়ে কাঁদতে থাকেন। এই সময় স্থানীয়রা কাঁদার কারণ জানতে চাইলে কিশোরী তাঁকে জোর করে ধর্ষণের বিষয়টি জানিয়ে দেন। এ সময় স্থানীয়রা থানায় খবর দিলে পুলিশ ধর্ষক শহিদুলকে আটক করে। এ ঘটনায় কিশোরী বাদি হয়ে লবনচরা থানায় শহিদুল ও তাঁর স্ত্রী মাজেদাকে আসামি করে একটি মামলা দায়ের করেন। [৩৬]

---

[৩৩] নিউএজ ৮ এপ্রিল ২০১৪

[৩৪] প্রথম আলো ২৬ এপ্রিল ২০১৪

[৩৫] অধিকারএর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট খুলনার মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

[৩৬] অধিকারএর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট খুলনার মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

যৌন হয়রানী

৭২. এপ্রিল মাসে মোট ২৫ জন নারী যৌন হয়রানীর শিকার হয়েছেন। এঁদের মধ্যে বখাটে কর্তৃক আহত হয়েছেন ৩ জন, লাঞ্ছিত হয়েছেন ১ জন, ১ জন অপহৃত ও ১৮ জন নারী বিভিন্নভাবে যৌন হয়রানীর শিকার হয়েছেন। এই সময় ২ জন যৌন হয়রানীর শিকার হয়ে আত্মহত্যা করেছেন। এছাড়া যৌন হয়রানীর প্রতিবাদ করতে গিয়ে ১ জন পুরুষ নিহত এবং ২ জন পুরুষ আহত হয়েছেন।

৭৩. গত ১৫ এপ্রিল ঢাকার পল্লবীর বাউনিয়াবাদ টিনশেড কলোনী এলাকায় পল্লবী থানা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক জুয়েল রানা এবং তার সহযোগী রাকিব, সাহাবুদ্দিন ও জুয়েল মাদ্রাসা ছাত্রী জামেনা আক্তার (১৫) কে তাঁর মাদ্রাসার সামনে অশ্লীল কথা বলে উক্ত্যক্ত করে। এই ঘটনার ফলে এদিন বিকেলেই জামেনা আক্তার আত্মহত্যা করেন।[৩৭]

৭৪. *অধিকার* নারীর প্রতি সহিংসতা বৃদ্ধি পাওয়ায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে। *অধিকার* অবিলম্বে নারীর প্রতি সহিংসতাকারীদের বিচারের আওতায় এনে শাস্তির দাবি জানাচ্ছে।

[৩৭] ইত্তেফাক ১৬ এপ্রিল ২০১৪

পরিসংখ্যান: ১-৩০ জানুয়ারি-এপ্রিল ২০১৪*						
মানবাধিকার লঙ্ঘনের ধরন		জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ	এপ্রিল	মোট
বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড	ক্রসফায়ার	২০	১৩	৭	১৪	৫৪
	নির্যাতনে মৃত্যু	০	২	১	০	৩
	গুলিতে নিহত**	১৮	১	৫	৪	২৮
	পিটিয়ে হত্যা	১	০	১	০	২
	মোট	৩৯	১৬	১৪	১৮	৮৭
গুম		১	৬	২	১০	১৯
বিএসএফ কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘন	বাংলাদেশী নিহত	১	১	২	২	৬
	বাংলাদেশী আহত	৪	৩	৩	২	১২
	বাংলাদেশী অপহৃত	১৩	৮	১২	৪	৩৭
জেল হেফাজতে মৃত্যু		১	৫	৪	৭	১৭
সাংবাদিকদের ওপর আক্রমণ	আহত	২	৯	৭	২৫	৪৩
	হুমকির সম্মুখীন	১	১	৩	২	৭
	লাঞ্ছিত	০	১	০	২	৩
	গ্রেফতার	৪	০	০	০	৪
রাজনৈতিক সহিংসতা	নিহত	৫৩	১০	২২	২৫	১১০
	আহত	১৪৭২	১১৬৬	১৩৪৩	৫৯২	৪৫৭৩
যৌতুক সহিংসতা		১২	১৫	১৪	২১	৬২
ধর্ষণ		৩৭	৪৯	৩৯	৪৫	১৭০
যৌন হয়রানীর শিকার		১৪	১২	২৯	২৫	৮০
এসিড সহিংসতা		১	৩	৬	৫	১৫
গণপিটুনীতে মৃত্যু		১৬	৬	১১	১৩	৪৬
তৈরি পোশাক শিল্প শ্রমিক	নিহত	০	০	০	০	০
	আহত	৬০	১৩৫	৬৫	৫১	৩১১

* অধিকার এর তথ্য হতে সংকলিত

** বিচার বহির্ভূতহত্যাকাণ্ডে গুলিতে নিহত ঘটনাটি রাজনৈতিক সহিংসতা অংশেও উল্লেখ করা হয়েছে

সুপারিশসমূহ

১. রাজনৈতিক সহিংসতা বন্ধ করতে হবে। সরকারদলীয় কর্মীদের দুর্বৃত্তায়ন বন্ধের জন্য সরকারকে তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। অবিলম্বে সব দলের অংশগ্রহণের মাধ্যমে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে হবে।

২. সভা-সমাবেশে বাধা দেয়া যাবে না। শান্তিপূর্ণ কর্মসূচিতে হামলা এবং দমনমূলক অসাংবিধানিক কর্মকাণ্ড থেকে সরকারকে বিরত থাকতে হবে।

৩. সরকারকে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ও নির্যাতনের ঘটনাগুলোর সঙ্গে জড়িত আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সংশ্লিষ্ট সদস্যদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে। সরকারকে অবশ্যই নির্যাতন বিরোধী জাতিসংঘ সনদের অপসোনাল প্রোটোকল অনুমোদন করতে হবে।

৪. আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর পরিচয় দিয়ে গুম এবং হত্যার ব্যাপারে সরকারকে ব্যাখ্যা দিতে হবে। *অধিকার* অবিলম্বে নিঁখোজ হওয়ার বিরুদ্ধে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ডিসেম্বর ২০, ২০০৬ এ গৃহীত সনদ 'ইনটারন্যাশনাল কনভেনশন ফর দি প্রোটেকশন অফ অল পারসনস্ ফ্রম এনফোর্সড ডিসএপিয়ারেনস্' অনুমোদন করার জন্য সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছে।

৫. আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের সমস্ত কর্মকাণ্ডের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে এবং তাদের দায়মুক্তি রোধে সরকারকে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে।

৬. সাংবাদিকদের ওপর হামলার ঘটনাগুলোর সুষ্ঠু তদন্ত করতে হবে এবং দোষী ব্যক্তিদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে এবং মতপ্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে।

৭. আমার দেশ পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক কারাবন্দী অসুস্থ মাহমুদুর রহমানকে সুচিকিৎসার জন্য অবলিম্বে মুক্তি দিতে হবে।

৮. মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ক্ষুন্ন করা চলবে না।

৯. সমাজের অন্যান্য নাগরিকদের তুলনায় যেসব নাগরিক তাঁদের ধর্ম বিশ্বাসের কারণে সংখ্যালঘু, তাঁদের জানমালের সুরক্ষা দিতে হবে এবং তাঁদের ধর্ম ও সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে তাঁদের পূর্ণ অধিকার নিশ্চিত করার জন্য সরকারকে বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হবে।

১০. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধনী ২০০৯ ও ২০১৩) অবিলম্বে বাতিল করতে হবে। *অধিকার* এর ওপর থেকে সমস্ত নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা প্রত্যাহার করতে হবে।

১১. বিএসএফ এর মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলো সরেজমিনে অনুসন্ধান করে এর বিরুদ্ধে ভারতের কাছে দ্রুত প্রতিবাদ জানাতে হবে এবং ভিকটিমদের পরিবারবর্গকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেয়ার ব্যাপারে ভারত সরকারকে বাধ্য করতে উদ্যোগ নিতে হবে। বাংলাদেশ ভারত সীমান্ত এলাকায় বসবাসকারী বাংলাদেশী নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

১২. ভারতের কাছ থেকে ৫৪টি অভিন্ন নদীর পানির ন্যায্য প্রাপ্যতার ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকারকে দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করতে হবে।

১৩. তৈরি পোশাক শিল্প শ্রমিকদের মানবাধিকার লঙ্ঘন বন্ধ করতে হবে।

১৪. নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধে দ্রুততার সঙ্গে বিচার করে অপরাধীদের শাস্তি দিতে হবে এবং প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াসহ সর্বস্তরে সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।